সাহাবীদের-ঈমানদীপ্ত-জীবনী

হযরত-সাঈদ-ইবনে-আমের-আল-জুমাহী-রা:

আজকে আমরা বিশিষ্ট সাহাবী সাঈদ ইবনে আমের আল-জুমাহী রা: এর জীবনী নিয়ে সামান্য কিছু আলোচনা করব। ইনশাআল্লাহ্!

সুপ্রিয় উপস্থিতি! সায়ীদ ইবনে আমের আল-জুমাহী রা: তিনি ছিলেন সে সকল হাজারো মানুষদের মাঝে একজন। যারা কুরাইশদের ডাকে সাড়া দিয়ে খোবায়েব রা: এর হত্যার দৃশ্য কে দেখার জন্য মক্কার অদূরে তানয়ীম প্রান্তরে একত্রিত হয়েছিল। হযরত খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছিলেন রাসুল সাঃ এর একজন প্রিয় সাহাবী। তাকে মক্কার মুশরিকরা প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে বন্দী করেছিল এবং তাকে হত্যা করে বদরের যুদ্ধে নিহত কোরাইশদের হত্যার প্রতিশোধ নিয়ার সংকল্প করেছিল। মক্কার মুশরিকরা খোবায়েব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে বন্দী করে তাকে টেনে হেঁচড়ে তানয়ীম প্রান্তরের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল, আর পিছন দিক থেকে যুবক-যুবতী নারী ও বৃদ্ধরা করতালি দিয়ে উল্লাস করছিল। এবং স্লোগানে স্লোগানে লাত উয্যাহ জয়ধ্বনি উচ্চারণ করছিল। খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে যখন তার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে আসা হলো, তুমি যখন শুলি কাষ্ঠের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, তখন সাঈদ ইবনে আমের অনুসন্ধানে দৃষ্টি খোবায়েব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর দিকে নিবদ্ধ হলো।

তিনি দেখলেন খোবায়েব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কঠিন মুহূর্তেও নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে আছেন। তার চেহারায় বিন্দু পরিমান আতঙ্কের কোন ছাপ নেই। নারী ও শিশুদের শোরগোলের মাঝে সাঈদ ইবনে আমের হঠাৎ করে খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। মৃত্যুর আগ মুহূর্তে কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে লক্ষ্য করে বললেছিলেন," তোমরা যদি আমাকে দু'রাকাত নামায পড়ার সুযোগ দিতে। মুশরিকরা তাকে দুই রাকাত নামাজ পড়ার সুযোগ দিল।

সাঈদ ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর দিকে তাকিয়ে রইলেন। দেখলাম সে কাবার দিকে ফিরে দু'রাকাত নামাজ আদায় করল।

কতই না সুন্দর ছিল সে নামাজ।

কতই না সুন্দর ছিল সেই মনোরম দৃশ্য। নামাজ শেষ করে তিনি কুরাইশ নেতৃবৃন্দের দিকে ফিরলেন। তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, "তোমরা যদি এই ধারণা না করতে যে আমি মৃত্যুর ভয়ে নামাজকে দীর্ঘায়িত করছি, তাহলে আমি আমার নামাজকে আরো দীর্ঘায়িত করতাম। আমি আরও দীর্ঘ সময় নিয়ে নামাজ আদায় করতাম।

অতঃপর সাঈদ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলেন যে, মক্কার মুশরিকরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুবাইব রা: এর এক একটা অঙ্গকে কর্তন করছিল। আর বলছিল, "তুমি কি চাও যে তোমাকে স্থানে মুহাম্মদকে রাখা হবে? আর তুমি নিরাপদে তোমার পরিবারের নিকট ফিরে যাবে?"

সাঈদ ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু লক্ষ করলেন রক্তাক্ত খোবায়েব অত্যন্ত দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠলেন, অত্যন্ত অবিচল কন্ঠে বলে উঠলেন, "নিরাপদে আমার পরিবার-পরিজন এর নিকট ফিরে যাব আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পায়ে একটিমাত্র কাটা বৃদ্ধ হবে, আমি এটাও বরদাশ্ত করতে পারবোনা।"

এই জবাব শোনামাত্র কাফেররা অট্টহাসিতে ফেটে পরলো। এবং তারা চিৎকার করে বলতে লাগল,"এক হত্যা কর,তাকে হত্যা কর, তাকে শূলে চড়াও।"

খোবায়েব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে শূলে চড়ানো হলো। শূলিবিদ্ধ খোবায়েব আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বললেন,"আল্লাহুম্মা আহসিহীম আদাদা, ওয়াক তুলহুম বাদাদা। ওয়ালা তুগাতিরমিলহুম আহাদা। অর্থ: হে আল্লাহ্! আপনার কাছে বিচার দিচ্ছি, আপনি এদের সংখ্যাগুলিকে গুণে রাখুন। এদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করুন। আপনি এদের কাউকে ছাড়বেন না।"অবশেষে অসংখ্য তীর- তরবারির আঘাতে খোবায়েব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর দেহটি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তাঁর পবিত্র আত্মাটি আকাশের দিকে উড়ে গেল। আর তার নিষ্প্রাণ দেহটি যমীনেই পরে রইলো।

কুরাইশরা মক্কায় ফিরে এলো। কালের আবর্তে খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর শাহাদাতের বিস্ময়কর ঘটনাটি সবাই ভুলে গেল। সাঈদ ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খোবায়েব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর শাহাদাতের সেই মর্মান্তিক ঘটনাটি ভুলতে পারলেন না। তিনি যখন ঘুমাতেন তখন স্বপ্নের মাঝে ও তার সামনে খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর শাহাদাতের সেই হৃদয় বিদারক দৃশ্য ভেসে উঠতো। জাগ্রত অবস্থায় ও তার চোখের সামনে সেই দৃশ্যটি ভেসে বেড়াতো। খোবায়েব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর কথা মনে হলে তিনি স্থির থাকতে পারতেন না। সাঈদ ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু চিন্তা করতেন মৃত্যুর আগ মুহূর্তে কিভাবে একজন মানুষ এত সুন্দর করে নামাজ আদায় করতে পারে? সায়ীদ ইবনে আমেরের কানে খোবায়েব এর সেই বদদোয়ার শব্দগুলো বারবার প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। তিনি ভাবছিলেন, কখন জানি আসমানী আযাব এসে মক্কা নগরীতে গ্রাস করে নেয়। এখন যেন আকাশ থেকে বিশাল প্রস্তরখন্ড নিক্ষেপ করে মক্কা নগরীকে ধুলিস্যাৎ করে দেওয়া হয়। খোবায়েব আনহু সাঈদ ইবনে আমের কে এমন কিছু বিষয় শিক্ষা

দিয়ে গেলেন, তিনি জানতেন না। তিনি তাকে শিক্ষা দিয়ে গেলেন, প্রকৃত জীবন হচ্ছে, তাওহীদের আকীদার উপর অটল থেকে আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জীবন বিসর্জন দেওয়া। তিনি আরো শিক্ষা দিলেন, মানুষের ঈমান যখন পরিপূর্ণ হয়ে যায় তখন তার থেকে অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা প্রকাশ পায়। খোবায়েব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সাঈদ ইবনে আমেরকে আরেকটি বিষয় শিক্ষা দিয়ে গেলেন, যে মানুষটি কে তার সাথীরা এত ভালবাসে, যে মানুষটির জন্য সাথীরা হাসিমুখে জীবন বিলিয়ে দেয়। নিশ্চয়ই তিনি আসমানের সাহায্যপ্রাপ্ত নবী।

অতঃপর হযরত সাঈদ ইবনে আমেরের অন্তরকে আল্লাহ তাআলা' ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দিলেন। তিনি সকল মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে কুরাইশদের পাপাচার থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করলেন। এবং তারা যেসব বাতিল ইলাহের এবাদত করে তাদের থেকেও সম্পর্ক ছিন্ন করলেন এবং সকলের সামনে সুউচ্চকণ্ঠে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন।

সাঈদ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রিয় রাসূলের সান্নিধ্য লাভের জন্য হিজরত করে মদীনায় চলে গেলেন। মদিনায় যেয়ে তিনি সব সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর পাশেই থাকতেন। সালাম আলাই সালাম এর সাথে তিনি খাইবারের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং পরবর্তী সকল যুদ্ধে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উপর সন্তুষ্ট থাকা অবস্থায় পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। পরবর্তীতে আবু বকর ও ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহা তায়ালার খিলাফতের সময় তিনি উন্মুক্ত তরবারি হয়ে যান।

সাঈদ ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তিনি ছিলেন প্রকৃত মু'মিনদের এক অনন্য উপমা। তিনি দুনিয়ার ওপর আখেরাতকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তিনি দুনিয়ার বিনিময়ে আখেরাতকে ক্রয় করেছিলেন। খলীফাতুল মুসলিমীন আবু বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাকাওয়া ও পরহেজগারীর ব্যাপারে ভালো করেই অবগত ছিলেন। তাই তারা সাঈদ ইবনে আমর দিকনির্দেশনাকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখবেন।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর খিলাফাত এর শুরুর দিকে সায়ীদ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর কাছে গেলেন এবং তাকে লক্ষ্য করে বললেন, "হে ওমর! তুমি তোমার জনসাধারণের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করবে এবং আল্লাহর ব্যাপারে কাউকে ভয় করবে না। মনে রাখবে কখনো তোমার কথা যেন তোমার কাজের বিপরীত না হয়। সর্বোত্তম কথা হচ্ছে সেটা যেটাকে কাজে পরিণত করা হয়। হে ওমর! তুমি দূরবর্তী এবং নিকটবর্তী সকল মুসলমানের প্রতি নজর রাখবে। তুমি তাদের জন্য তাই পছন্দ করবে যা তুমি তোমার নিজের জন্য এবং পরিবারের জন্য পছন্দ কর এবং তাদের জন্য ওই সমস্ত জিনিস অপছন্দ করবে না তুমি তোমার নিজের জন্য এবং পরিবারের

জন্য অপছন্দ কর। তুমি সত্য জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ো। আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করবে না।"

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, "হে সাঈদ! এটা কে করতে পারে?"

সাঈদ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন,"হে ওমর! তুমি পারবে।এবং তোমার মতো আল্লাহ্ তা'আলা যাদেরকে মুসলিম উম্মার শাসক নিযুক্ত করেছেন তারাই পারবে।"

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এবার সুযোগ পেয়ে গেলেন। তিনি বললেন,"হে সাঈদ! আমি তোমাকে হিমসের গভর্নর নিযুক্ত করতে চাই।"

তখন তিনি বললেন,"হে ওমর! আল্লাহর কসম করে বলছি তুমি আমাকে পরীক্ষায় ফেলো না।"

এই কথা শুনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাগান্বিত হলেন বললেন," এটা কেমন কথা? তোমরা আমার মাথায় দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেবে এবং তোমরা দূরে সরে থাকবে! আল্লাহর কসম!এবার আমি তোমাকে ছাড়ছি না।"

এরপর তাকে হিমসেল গভর্নর নিযুক্ত করা হলো এবং তাকে বলা হল, "আমি কি তোমার জন্য রাষ্ট্রীয় ভাতার ব্যবস্থা করব?"

সাঈদ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন,"আমি রাষ্ট্রীয় ভাতা দিয়ে কি করব? যদি আমাকে ভাতা দেয়া হয়, তাহলে তা আমার প্রয়োজনের থেকে বেশি হয়ে যাবে।"

অতঃপর তিনি হিমসে চলে গেলেন। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর হিমস নগরী থেকে একটি বিশ্বস্ত প্রতিনিধি দল মদিনায় আসলো।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন,"তোমরা আমাকে তোমাদের নগরীর দরিদ্র লোকদের একটি তালিকা তৈরি করে দাও। যাতে করে আমি তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারি। অতঃপর তারা একটি তালিকা তৈরি করে দিল।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যখন সে তালিকাটিতে চোখ বুলাচ্ছিলেন,, তখন দেখতে পেলেন যে কয়েকটি নামের পরের নামটি হচ্ছে সাঈদ ইবনে আমের। তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু

তা'আলা আনহু জিজ্ঞেস করলেন,"কে সাঈদ ইবনে আমের?"

তারা বললেন,"ইনি হচ্ছেন আমাদের আমির।"

তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন,"তোমাদের আমেরও কি দারিদ্র?"

প্রতিনিধিদলটি বললো,"আল্লাহর কসম করে বলছি, কখনো দিনের পর দিন এমন অতিবাহিত হয় যে, তার চুলায় আগুন পর্যন্ত জ্বলে না।"

এই কথা শুনে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলেন। এমনকি চোখের পানিতে তার দাড়ি ভিজে গেল। তিনি এক হাজার দিনারের একটি থলে তাদের হাতে দিয়ে বললেন,"সাঈদ ইবনে আমের এর নিকট আমার সালাম পৌঁছাবে এবং তাকে বলবে ওমর ইবনে খাত্তাব এগুলো আপনাকে আপনার প্রয়োজন পূরণের জন্য দিয়েছেন।"

হিমসে পৌঁছে প্রতিনিধিদলটি সাঈদ ইবনে আমের এর বাড়িতে এলো এবং তাকে আমিরুল মু'মিনিন এর পক্ষ থেকে সালাম দিয়ে বলল,"আপনার প্রয়োজন পূরণের জন্য এই দিনারগুলো পাঠিয়েছেন।"

সাঈদ ইবনে আমের দিনারের থলিতে দেখা মাত্রই বিস্ময়ের সাথে বলে উঠলেন,"ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রজিউ-ন।"

সাঈদ ইবনে আমের ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর শুনে তাঁর স্ত্রী দৌড়ে ছুটে এলেন। আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,"কি হয়েছে? আমিরুল মুমিনিন কি ইন্তেকাল করেছেন?"

সাঈদ ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন,"না! বরং এর চেয়ে ভয়াবহ কিছু ঘটেছে।"

তার স্ত্রী বললেন,"তাহলে কি মুসলিম বাহিনী কোথাও পরাজিত হয়েছে?"

সাঈদ ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন,"না! বরং তার চেয়েও বেশি ভয়াবহ।"

স্ত্রী বললেন,"তাহলে বলো না কি হয়েছে?"

সাঈদ ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, "আমার আখেরাতকে ধ্বংস করার জন্য দুনিয়া আমার ওপর চেপে বসেছে। আর ফেতনা আমার ঘরে এসে উপস্থিত হয়েছে।"

তার স্ত্রী তখনও দিনার সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। স্ত্রী বললেন, "ফেতনাকে দূরে সরিয়ে দিন এবং তা থেকে বেঁচে থাকুন।"

সাঈদ ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন,"তুমি কি এ ব্যাপারে আমাকে সহযোগিতা করবে?"

বললেন,"হ্যাঁ,অবশ্যই করবো।"

তারপর সাঈদ ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দিনার গুলোকে ভাগ করে অনেকগুলো থলেতে ভরলেন এবং হিমসের দরিদ্র মুসলমানদের মধ্যে তা বন্টন করে দিলেন।

এর কিছুদিন পর আমিরুল মোমেনীন ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জনসাধারণের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য শামে এলেন। হিমসের অধিবাসীরা তাদের গভর্নরদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ করতো।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হিমসে পৌঁছামাত্রই অধিবাসীরা তার সাথে দেখা করতে এলো।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন,"তোমরা তোমাদের আমিরকে কেমন পেয়েছো?"

তখন তারা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর নিকট আমেরের বিরুদ্ধে চারটি অভিযোগ উত্থাপন করলো। যার প্রত্যেকটি অভিযোগে একটি অপরটির তুলনায় গুরুতর ছিল।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, "অতঃপর আমি তাকে ও তাদেরকে এক মজলিসে একত্রিত করলাম। আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করতে থাকলাম। আল্লাহতায়ালা যেন

সাঈদের ব্যাপারে আমার ধারণা কে ভুল প্রমাণিত না করেন।"

সায়ীদ ইবনে আমের এবং তার বিরুদ্ধে অভিযোগকারীরা মজলিসে এসে উপস্থিত হলো।

আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম। "তোমাদের আমিরের ব্যাপারে তোমাদের কি কি অভিযোগ আছে?"

তারা বলল,"আমাদের প্রথম অভিযোগ হলো,তিনি সকালে অনেক দেরি করে ঘর থেকে বের হন।"

আমি বললাম,"হে সাঈদ! এ ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কী?"

সাঈদ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তখন কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। পর বলতে লাগলেন,"আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি এই বিষয়টি কারো সামনে বলতে চাচ্ছিলাম না। কিন্তু এখন বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে। আসলে আমার ঘরে কোন চাকর চাকরানী নেই। এই জন্যই প্রত্যেকদিন সকালে আমি আটা গোলাই,,,তারপর আমরা তৈরি করি,,, তারপর আমার নিজ হাতে পরিবারের জন্য রুটি বানাই।এরপর অজু করে জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য বাইরে বেরিয়ে আসি।"

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,"তারপর আমি অভিযোগকারীদের কে বললাম তোমাদের আর কোন অভিযোগ আছে কী?"

তারা বললো,"আমাদের দ্বিতীয় অভিযোগ হলো, তিনি রাতে আমাদের কারো ডাকে সাড়া দেন না।"

আমি বললাম, "হে সাঈদ! এ ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কী?"

সাইদ ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন,"আল্লাহর কসম করে বলছি, বিষয়টিও আমি কারো সামনে প্রকাশ করতে চাচ্ছিলাম না। কিন্তু এখন বাধ্য হয়েই প্রকাশ করতে হচ্ছে। আসলে আমি আমার দিনের সময়টাকে জনসাধারণের কাজের জন্য নির্ধারণ করেছি। রাতের সময় গুলোকে আমার রবের ইবাদত এর জন্য নির্ধারণ করেছি।"

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তারপর আমি অভিযোগকারীদেরকে জিজ্ঞেস করলাম,"তোমাদের আর কোন অভিযোগ আছে কী?"

তারা বলল হে আমাদের তৃতীয় অভিযোগ হলো,"প্রত্যেক মাসে তিনি একদিন ঘর থেকে বাইরে বের হন না।"

আমি বললাম,"হে সাঈদ! এ ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কী?"

সাঈদ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন,"হে আমিরুল মু'মিনীন! আমার এই পরিধেয় কাপড় ছাড়া আমার আর কোনো কাপড় নেই। তাই মাসে একবার কাপড়টিকে ধৌত করি এবং শুকানোর জন্য ঘরে অবস্থান করি।দিন শেষে কাপড় শুকানো হলে ঘর থেকে বের হই।"

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,"তারপর আমি বললাম, তোমাদের আর কোন অভিযোগ আছে কী?"

তারা বলল,"হ্যাঁ, আছে! আমাদের চতুর্থ অভিযোগ হলো মাঝেমধ্যে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। ফলে তিনি তার মজলিসে উপস্থিত হতে পারেন না।"

আমি বললাম,"হে সাঈদ! ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কী?"

সাঈদ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,"আমি মুশরিক অবস্থায় খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর মৃত্যুর যন্ত্রনা দেখেছি। আমি দেখেছি কিভাবে মুশরিকরা তাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। শরীর থেকে এক একটা অঙ্গ কেটে ফেলা হচ্ছিল। তাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল,"তুমি কি চাও যে তোমার স্থানে মুহাম্মদকে রাখা হবে? আর তুমি নিরাপদে বাড়িতে ফিরে যাবে?"

তখন খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন,"আল্লাহর কসম করে বলছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গায়ে একটি কাটা বিদ্ধ হবে, আর আমি নিরাপদে পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে যাব। এটা কিছুতেই হতে পারে না। আল্লাহর কসম করে বলছি, আমার যখনই সেই দিনের কথা মনে পড়ে,যখনই খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর হত্যার দৃশ্যটি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তখন আমি আমার নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারিনা। তখন আমাকে আমার নিজের কাছে খুব অপরাধী মনে হয়। কেননা আমি তো সেখানে উপস্থিত ছিলাম। খুবায়েব এর জন্য কিছুই করতে পারিনি।এবং আমার মনে হয়

আল্লাহ তাআলা হয়তো আমাকে কখনোই ক্ষমা করবেন না। ভাবতে ভাবতে আমি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ি। অচেতন হয়ে যাই।"

কথা শেষ হতেই হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আবেগজড়িত কণ্ঠে বললেন,"আহামদুলিল্লাহ্! আল্লাহর কাছে হাজারও শুকরিয়া! যিনি সাঈদের ব্যাপারে আমার ধারণাকে সত্য পরিণত করেছেন।"

তারপর ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মদিনায় ফিরে এলেন। সাঈদ ইবনে আমের এর নিকট এক হাজার দিনার পাঠিয়ে দিলেন।

সাঈদ ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর স্ত্রীর দিনার গুলো দেখা মাত্রই "আলহামদুলিল্লাহ্!" বলে উঠলো। এবং বললো,"এবার হয়তো আমাদের কষ্ট দূর হবে। আপনি দিনার গুলো দিয়ে একজন গোলাম ক্রয় করে আনন্দ এবং আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করুন।"

আজ রাত সাঈদ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন,"এই দিনারগুলো দিয়ে এর চেয়ে ভালো কিছু কি করা যায় না?"

স্ত্রী বললেন,"সেটা আবার কী?"

সাঈদ ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা বললেন,"এই দিনারগুলো দিয়ে মানুষ তার নিকট আমানত রাখব যেন তিনি আমাদের তীব্র প্রয়োজনের সময় আমাদের কাছে এগুলো কে ফিরিয়ে দেবেন।"

তিনি বললেন,আচ্ছা! ঠিক আছে, তাহলে এটা কি কিভাবে রাখব?"

ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন,"আমরা এটা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলাকে ঋণ দেব।"

স্ত্রী আনন্দ ভরা কন্ঠে বললেন, "আচ্ছা! ঠিক আছে। তাহলে তাই করুন।"

হযরত সাঈদ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মজলিস থেকে উঠার আগেই দিনার গুলোকে বিভিন্ন থলের মধ্যে ভাগ করে রাখলেন পরিচিত একজনকে বললেন, "যাও! এই

থলেটি অমুক বিধবা নারীকে দিয়ে এসো। যাও! এই থলেটি ওই এতিমদের দিয়ে এসো। এই থলেটি অমুক মিসকিনদের দিয়ে এসো। এই থলেটি অমুক ব্যক্তির দরিদ্র সন্তানদেরকে দিয়ে এসো।"

এভাবে বন্টন করতে করতে তিনি দিনার গুলোকে শেষ করে ফেললেন।

আল্লাহ্ তা'আলা সাঈদ ইবনে আমের আল জুমাহী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর উপর রহম করুন। নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও সর্বদা অন্যকে প্রাধান্য দিতেন। হে আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর মতো জীবন করার তৌফিক দান করুন এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করার তৌফিক দান করুন। আমিন। ইয়া রব্বাল আ'লামীন।ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালাগ।